বাংলাদেশ পাঠশালা পূণর্মিলনী ২০১১

সানজিদা পারভেজঃ প্যারাম্যাটায় অবস্থিত বাংলাদেশ পাঠশালার একটা পূণর্মিলনী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা হচ্ছিল অনেক দিন থেকেই। এই পাঠশালা সিডনীর বুকে তৈরী প্রথম বাংলা স্কুল। অনেকের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই পাঠশালাকে ঘিরে। সকলের নিরলস প্রচেষ্টায় গত ১৫ই অক্টোবর ২০১১ অনুষ্ঠিত হয় এই পূণর্মিলনী।

এই পূণর্মিলনীতে প্রধাণ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্যারাম্যাটার ফেডেরাল এম পি মিস জুলি ওয়েন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কমিউনিটির অনেক গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ এবং পুরনো অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা যারা আজ সন্তানের পিতামাতা। বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিতে আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা যেন চিরদিন সমুন্নত থাকে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই আয়োজন। ৩৭ বছর পর বাংলা স্কুলের সাথে জড়িত পরিবার-পরিজন, ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধু-বান্ধব আবার একত্রিত হয়েছিলেন এই পূণর্মিলনীতে।

পূণর্মিলনীর দিনভর আয়োজনের মধ্যে ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পরিচয় আদান-প্রদান এবং দুই পর্বে বিভক্ত ছোট ও বড়দের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৯৭৪ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত যারা বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন তাদের ট্রফি প্রদান করে সম্মাননা জানানো হয়। ট্রফি প্রদান করেন প্যারাম্যাটার ফেডারেল এম পি মিস্ জুলি ওয়েন। বাংলাদেশ পাঠশালার বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের মেডেল প্রদান করে ভবিষ্যৎ চলার পথে বাংলা ভাষাকে এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করা হয় ।

অতিথিবৃন্দের মধ্যে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশান অফ নিউ সাউথ ওয়েলস-এর প্রেসিডেন্ট জনাব নারায়ন দাস, জনাব আব্দুল মান্নান, জনাব ফারুক চৌধুরী, জনাব মোমেন ভূইঞা এবং জনাব নাযিমউদ্দিন ভূইঞা ।

এসব আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও পাঠশালা প্রাঙ্গনে ছিল বিভিন্ন ধরনের স্টল, দেশীয় খাবার, ছোট বাচ্চাদের খেলনা, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মুক্তার মালা এবং দেশীয় কারুপণ্যের সম্ভার। অনুষ্ঠানে বাংলা স্কুলের সৌজন্যে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়।

সব শেষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন আতিথি শিলপীবৃন্দ। এতে অংশগ্রহন করেন - শামীমা হোসেন, মোঃ শাহরিয়ার হোসেন, ফ্রানসিলিয়া গোমেজ ট্রপা, রাজিত এবং অমিয়া মতিন। এ ছাড়াও ছিল আমাদের ক্ষুদে শিলপীবৃন্দ - নিহন, নিলয়, রাকিন, ইসফার, দিগনত, মাহিন, হৃদি, আফিফ, সামাহ, ইকরা, আশিক, লাবিবা, নাযিহা, তৌফিক, আকসার, ফারহান, লাইকা, রাত্রি, ফারিয়া ও রাবিবা। পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করে বাংলাদেশ পাঠশালার প্রাক্তন ছাত্রী - ইলমা। অন্যান্য প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকেই এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেছে। অনুষ্ঠান প্রযোজনার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন পাঠশালার অভিভাবকমন্ডলী। সবাই হাসিমুখে এগিয়ে এসেছিলেন এই অনুষ্ঠানকে সফল করার লক্ষ্যে। সকলকে বাংলাদেশ পাঠশালার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ।